তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬......

কা ভার্সিটির পর বুয়েট □ রাজশাহী ভার্সিটিতেও অশান্তি

য়েদুর রহমান ॥ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, বুয়েটের ক ঘটনাবলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরেই এগিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক যতই বলুন না কেন যে, বুয়েটের রকারের কোন হাত নেই, চূড়ান্ত পরিণামে সব দায়িত্ব কিন্তু ঘাড়েই চেপে বসছে। ১০ সেপ্টেম্বর বিবিসি'র সকালের শুনে স্পষ্ট মনে হল যে, বুয়েট নীতিতে সরকারের ক মন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান তথা বিএনপির পলিটিক্যাল ং অরাজনৈতিক মন্ত্রী ওসমান ফারুক তথা অরাজনৈতিক মধ্যে চিন্তাধারা এবং অ্যাপ্রোচে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। ওসমান ফারুক ৯ তারিখ রাতে প্রাইভেট টিভি লোকে বলেছেন যে, বুয়েট বন্ধসহ যেসব ঘটনা ঘটেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষই করেছেন। তারা সরকারকে অর্থাৎ মন্ত্রী ণালয়কে অবহিত করেছেন মাত্র। পরদিন বিভিন্ন পত্র- ও ছাপার অক্ষরে সেই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল। তার কথাবার্তা শুনে মনে হল, সরকারের 'অফিসিয়াল বা ডেমি অফিসিয়াল (ডিও লেটার) পত্রের কপি ফরওয়ার্ডেড ফর ইনফরমেশন প্লিজ'। কিন্তু ১০ সেপ্টেম্বর সকালে বিবিসি'র খবরে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী এবং বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক জনাব আমান উল্লাহ আমান বলেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। তিনি সোজাসাপ্টা বলে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ বুয়েটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য উসকানি দিচ্ছে। বিবিসি'র ঢাকার সংবাদদাতা, যিনি ইতোপূর্বে ভোরের কাগজে কাজ করতেন এবং যিনি একজন কট্টর আওয়ামী সমর্থক বলে পরিচিত, তিনি কথার মারপ্যাঁচে জনাব আমানকে কুপোকাত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনাব আমান ছিলেন তা বক্তব্যে অনড়। ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও তার বক্তব্যে ছিল না কোন অস্পষ্টতা। তিনি বলেন যে, শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী পেশাজীবীরা বুয়েটের আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উসকানি দিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে ১৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটির পর বুয়েট □ রাজশাহী ভার্সিটিতেও অশান্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারে যে, শামসুন্নাহার হল কেন্দ্রিক ঘটনাতেও শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের বক্তব্যে ঐকতানের অভাব উৎকটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সরকারের সাথে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ

বিএনপির সমস্যা হল এই যে, এটি এসেনশিয়ালি একটি রাজনৈতিক সরকার। সেজন্যই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলা হয়। পক্ষান্তরে যুগ্ম সচিব থেকে সচিব পর্যায়কে বলা হয় আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব। আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করতে পারেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী সেটা করবেন কেন? বাংলাদেশের মত একটি ছোট দেশে পলিটিক্যাল মিনিস্টার হয়ে একজন আমলার মত হোয়াইট কলারের মন্ত্রী হয়ে কিভাবে তিনি টিকে থাকবেন? বেচারা আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে আন্দোলনের উত্তপ্ত যূপকাষ্ঠে বলি চড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমরা কি জানি না যে, সাবেক ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী কোন্ কোন্ তারিখে কয়টার সময় প্রধানমন্ত্রীসহ কোন্ কোন্ মন্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলেন? শুধুমাত্র কি শেষদিনেই তাকে তলব করে পদত্যাগের জন্য বলা হয়েছিল? এর আগে কি তাদের সাথে তার দেখা হয়নি? আমরা কিন্তু জানি, তাদের দেখা-সাক্ষাৎ এবং এও জানি যে তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু আমরা কতগুলো নর্মস এবং এথিক্স মেনে চলি বলে সব সময় 'হোল ট্রুথ' প্রকাশ করি না। আমরা জানি না যে, বুয়েটের নতুন ভিসি জনাব আলী মুর্তজার ভাগ্যে কি ঘটবে। তবে আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর পথে তাকে যেতে হবে বলে এখন আর আমার মনে হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সচেতনভাবে না হলেও অজান্তে শেখ হাসিনা বুয়েট ভিসির একটি বড় পকার করেছেন। আন্দোলনরত ছাত্ররা ী করার আগেই শেখ হাসিনা আগেভাগে দের পদত্যাগ দাবী করে বসে আছেন। ন শেখ হাসিনার দাবীর মুখে প্রধানমন্ত্রী গম খালেদা জিয়া কি নতিস্বীকার করবেন এবং ভিসিকে সরিয়ে দেবেন? রাজনীতির ফর্মুলা কিন্তু তা বলে না।

শিক্ষামন্ত্রী একটি রাজনৈতিক পদ

কেউ যদি ভেবে থাকেন যে, শিক্ষামন্ত্রীর হল একটি একাডেমিক পদ, তাহলে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে ভুল করছেন। শিক্ষামন্ত্রীকে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হতে হবে, তার পিএইচডি ডিগ্রী থাকতে হবে, তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবেন, এমন প্রত্যাশা অবান্তর নয়। কিন্তু সেই একই শিক্ষামন্ত্রীকে তো ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির এবং ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিকে সামাল দিতে হবে। তাকে বাংলাদেশের শত শত কলেজ ছাত্র সংসদকে সামাল দিতে হবে। তাকে বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি, প্রকৌশল এবং মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নকে সামাল দিতে হবে। '৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭৪ ও '৯০-এর জাতীয় রাজনীতি এবং রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদলে নিয়ামক শক্তি ছিল ছাত্র সমাজ। আমানউল্লাহ আমান তো '৯০-এর এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফসল। এহসানুল হক মিলন এক সময়ের বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতা। কিন্তু ডঃ ওসমান ফারুকের নাম তো ৩০ বছর ধরে শোনা যায়নি। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী গণজোয়ারের পিঠে সওয়ার হয়ে ধানের শীষ হাতে নিয়ে তিনি এমপি এবং মন্ত্রী হয়েছেন। যখন তিনি রাজনৈতিক টিকিটে মন্ত্রী হয়েছেন তখন একজন রাজনৈতিক মন্ত্রীর মতই তার কথা বলা দরকার।

পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে

যতই দিন যাচ্ছে, ততই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি চারদলীয় জোট সরকারের সামনে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। '৯০-এর দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের পর জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের আসন সামনের সারি থেকে পেছনের সারিতে চলে যায়। জাতীয় রাজনীতিতে তথা ক্ষমতার পালাবদলে ছাত্র সমাজের ভূমিকা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী হল অধিংকাশ ছাত্রনেতার মধ্যে ভোগবাদ, ব্যক্তিস্বার্থ এবং বস্তুগত সম্পদ অর্জনের বাসনার সৃষ্টি। এই লোভ-লালসা তাদের মধ্যে জন্ম দেয় মস্তানি, অস্ত্রবাজি ও টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন ভ্রষ্টাচার। এক সময় এদেশের জনগণ জাতীয় রাজনীতির দিকনির্দেশনার জন্য ছাত্র সমাজের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তারা মনে করতেন যে ছাত্র সমাজের প্রতিটি পদক্ষেপ অভ্রান্ত। সেই ছাত্র সমাজের ওপর থেকে তাদের অকুণ্ঠ আস্থা ধীরে ধীরে উঠে যায়। শুধু তাই নয়, সময়ের আবর্তনে সামগ্রিক রাজনীতিরও ঘটে ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন। ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল উভয়কেই বৃহত্তর জনসাধারণ সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন।

ঠিক এমন একটি পটভূমিতে ছাত্ররাজনীতির এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল কেন, সেটা বিএনপিকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। অকস্মাৎ ছাত্র আন্দোলন এমন বেগবান হল কি করে যে তার ফলে ভিসি ও প্রক্টরকে সরাতে হল? স্যাবোটাজ এবং স্থিতিশীলতা বিনষ্টের কথা শোনা যাচ্ছে। আজ বলতে গেলে ৩/৪ মাস হল বুয়েটের মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল বিদ্যাপীঠ বন্ধ হয়েছে। কোন কোন মহল থেকে বলা হচ্ছে যে, শুধু দেশে নয় বিদেশেও প্রচুর নামকরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বুয়েটকে পঙ্গু করে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে ভারত-নির্ভর করার ষড়যন্ত্র চলছে। এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্টসমূহের। কিন্তু এ কথা তো সত্য যে, শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল। গত ৮ সেপ্টেম্বর (রবিবার) বুয়েটে যে পুলিশী অ্যাকশন হল তার প্রতিবাদে এখন মুখর হয়েছে বুয়েটের ছাত্র সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সুতরাং চূড়ান্ত পরিণামে দেখা যাচ্ছে যে স্যাবোটাজ থাক আর নাই থাক, এসব আন্দোলনে আন্দোলনকারীরা সাধারণ ছাত্র সমাজকে ক্যারি করছে। পরিস্থিতি 'পয়েন্ট অব নো রিটার্নে' যাওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের চৈতন্য উদয় হচ্ছেনা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও অশান্তির পদধ্বনি। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের অনেকগুলো চোখ, অনেকগুলো নাক এবং অনেকগুলো কান থাকার কথা। এজেন্সি ছাড়াও অন্য সূত্র থেকে তাদেরকে জনমতের মতিগতি সম্পর্কে সার্বক্ষণিকভাবে ওয়াকেফহাল থাকতে হবে। গম কেলেংকারীতে মোটা আলীরা পার পেয়ে যায়, আর চিকন আলীদের শাস্তি হয়। পরিবেশ দূষণ রোধ করতে গিয়ে পরিবহন সংকট সৃষ্টি হয় এবং মধ্যবিত্তকে ডবল ভাড়া দিয়ে মিশুক বা বেবীট্যাক্সিতে উঠতে হয় অথবা ধস্তাধস্তি করে বাসে উঠতে হয়। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অনেক কথা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসকক্ষ অথবা বিলাসবহুল মোটর গাড়ীতে বসে সেসব কথা শোনা যায় না। কিন্তু সেসব কথার আংশিক প্রভাব সমাজের অংশ হিসেবে ছাত্রদের ওপরও পড়ছে।